পবিত্র কুরআনে ঐশী কিতাব সমূহ সংক্রান্ত আয়াত

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে,"পবিত্র কুরআনে ঐশী কিতাব সমূহ সংক্রান্ত আয়াত।"

পবিত্র কুরানুল করীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ

১। আমি ইব্রাহীমের বংশধরদেরও (বনী ঈসরাইলকেও) কিতাব এবং হিকমাহ দিয়েছিলাম।

সুরা ৪ আন নিসা, আয়াতঃ৫৪

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ

إِبْرَٰهِيمَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَٰهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

তবে কি তারা লোকদের প্রতি এ জন্যে হিংসা করে যে আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় সম্পদ হতে কিছু দান করেছেন? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইব্রাহীম বংশীয়গণকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান দান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছি।

২।আমি কিছু নবীকে কিছু নবীর উপর মর্যাদা দিয়েছি এবং দাউদকে দিয়েছি যাবুর।

সুরা ১৭বনী ইসরাঈল ,আয়াতঃ৫৫

وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ

النَّبِیّٖنَ عَلٰی بَعْضٍ وَّ اٰتَیْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿۵۵﴾

যারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে আছে তাদেরকে তোমার প্রতিপালক ভালভাবে জানেন; আমি তো নবীদের কতককে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছি; দাউদকে আমি যাবুর দিয়েছি।

৩। আমি মুসাকেও কিতাব দিয়েছিলাম এবং তা নিয়েও মতভেদ করা হয়েছিল।

সুরা ১১ হুদ ,আয়াতঃ১১০

وَ لَقَدْ اٰتَیْنَا مُوْسَی الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِیْهِ ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ

سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّهُمْ لَفِیْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیْبٍ ﴿۱۱۰﴾

আর আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অনন্তর ওতে মতভেদ করা হলো;আর যদি একটি উক্তি তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্বেই স্থিরিকৃত হয়ে না থাকতো তবে ওদের চুড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেতো এবং এই লোকেরা এর সম্বন্ধে এমন সন্দেহে (পতিত) আছে, যা তদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।

৪। আমি আমার রাসুলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমানাদি নিয়ে এবং তাদের সাথে আমি নাযিল করেছি কিতাব আর মিযান(মানদন্ড), যাতে করে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।

সুরা ৫৭ হাদীদ , আয়াতঃ২৫,২৬,২৭

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ
الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ
شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ
بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণ সহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব এবং তূলাদন্ড যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি লৌহ দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ; এটা এই জন্যে যে , আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলদেরকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিমান , পরাক্রমশালী।

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ
الْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾

আমি নূহ ও ইবরাহীমকে (রাসূলরূপে) প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের দু'জনের বংশে নবুওত ও কিতাবের ব্যবস্থা করেছিলাম; কিন্তু তাদের অল্পই সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল ফাসেক।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَ قَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ
اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ۬ وَ جَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّ
رَحْمَةً ؕ وَ رَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا
ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَ كَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

অতঃপর আমি একের পর এক আমার রাসূলগণ পাঠিয়েছি এবং মারইয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি । আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জিল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া; কিন্তু সন্ন্যাসবাদ (সংসারত্যাগী) এটাতো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে প্রবর্তন করেছিল; আমি তাদেরকে এই বিধান দেইনি অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমি পুরস্কার দিয়েছিলাম এবং তাদের অধিকাংশই ফাসিক।

৫। এটিকে আমি "আরবী কুরআন" বানিয়ে পাঠিয়েছি যাতে করে তোমরা (সহজেই) বুঝতে পারো।

সুরা ১২ ইউসুফ ,আয়াতঃ১,২

الٓرٰ ۟ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۟ ﴿١﴾

আলিফ-লাম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢﴾

আমি অবতীর্ণ করেছি তাকে কুরআন (রূপে) আরবী ভষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

৬।ঐ সব লোকদের জন্যে "ওয়াইল"(ধ্বংস-দুর্ভোগ) অবধারিত, যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে তারপর লোকদের বলে , এ (বিধান) আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ ৭৯

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ
عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ
اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ﴿٧٩﴾

তাদের জন্যে আফসোস ! যারা স্ব-হস্তে পুস্তক রচনা করে এবং পার্থিব তুচ্ছ সার্থের জন্য বলে যেঃ এটা আল্লাহর নিকট হতে সমাগত- তাদের হস্ত যা লিপিবদ্ধ করেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ এবং তারা যা উপার্জন করেছে তজ্জন্যে তাদের প্রতি আক্ষেপ!

৭। জেনে রাখা উচিত, জিবরীল তা (এই কুরআন) আল্লাহর হুকুমেই তোমার কলবে নাযিল করেছে।

সুরা ২ বাকারাহ্, আয়াতঃ৯৭

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٧﴾

তুমি বল- যে ব্যক্তি জিবরাঈলের সাথে শত্রুতা রাখে তিনিই তো সে আল্লাহর হুকুমে এ কুর'আনকে তোমার অন্তঃকরণে পৌছিয়েছেন, যে অবস্থায় তা স্বীয় পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণ করছে, পথ দেখাচ্ছে মু'মিনদের ও সুসংবাদ দিচ্ছে।

৮। নিশ্চয়ই আয্ যিকির (আল কুরআন) আমিই নাযিল করেছি এবং আমিই সেটির হেফাজতকারী।

সুরা ১৫ হিজর ,আয়াতঃ ৯

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٩﴾

আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।

৯। আর তাদের (মু'মিনদের) সাথে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিকটে পাবে ঐ লোকদের যারা বলে আমরা নাসারা(খৃষ্টান)।

সুরা ৫ মায়িদা ,আয়াতঃ৮২

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَ الَّذِيْنَ
اَشْرَكُوْا ۚ وَ لَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا
نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَ رُهْبَانًا وَّ اَنَّهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۸۲﴾

তুমি মানবমন্ডলীর মধ্যে মুসলমানদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবে এ ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে , আর তন্মধ্যে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব রাখার অধিকতর নিকটবর্তী ঐসব লোককে পাবে, যারা নিজেদেরকে নাসারা বলে, এটা একারণে যে, তাদের মধ্যে বহু জ্ঞানপিপাসু আলেম এবং আবেদ বান্দা রয়েছে, আর এই কারণে যে, তারা অহংকারী নয়।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , আমরা বিশ্বাস করি সমস্ত ঐশী কিতাবসমূহ। যেহেতু ওগুলো এখন আর অবিকৃত অবস্থায় নেই ,তাই আল্লাহতায়ালা' আলকুরান' নাযিল করেছেন। কোরআনকে কেউ বিক্রৃত করতে পারবেনা, কারণ কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন।

আসুন, আমরা কোরআন পড়ি ,বুঝি , হৃদয়ঙ্গম করি এবং সে মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালিত করি।

হে আল্লাহ কোরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত করার তৌফিক দান করূণ। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....